Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 139 - 144
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 139 - 144
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

অণুগল্পকার স্বপ্নময় চক্রবর্তী : একটি পর্যালোচনা

সুমন সরকার
গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া
Email ID : suman941998sarkar@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Fiction, middle class consciousness, adult love, politics, history consciousness.

Abstract
Swapnamoy Chakraborty is a milestone in the world of Bengali short stories. In the short stories he writes, the voice of the middle class is heard. Her writings depict the difficult struggle of women. The writer has not made the mistake of showing the picture that women are becoming consumer goods in male Tantric society. But in his short stories, old age love takes on a different dimension. Undiscussed aspects of history have been exposed in the pen of history conscious writers. Again, in politics, the happiness and sorrow of the common people has been highlighted in his own Munsiana in an infallible way. Because of his correct and unbiased political views, his short stories became black. Moreover, the pain of death consciousness, black market, partition of the country have come up in various ways in his short stories.

Discussion

বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে স্বপ্নময় চক্রবর্তী একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর জন্ম ১৯৫১ সালের ২ জানুয়ারি উত্তর কলকাতায়। তাঁর পিতামহ কৃষ্ণকমল চক্রবর্তী পূর্ব পাকিস্থানের গুরু ট্রেনিং স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ১৯৪৭ সালের আগেই অবসর নিয়েছিলেন। পিতা হীরালাল চক্রবর্তী পূর্ববঙ্গের স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। ১৯৪৮ সালে দেশ ভাগের সময় তাদের পুরো পরিবার নিয়ে নোয়াখালি থেকে কলকাতার বাগবাজারে চলে আসেন। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে লেখক বড় সন্তান। তিনি বাগবাজারের মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্কুলে পড়তেন। এরপর তিনি ভর্তি হন হেয়ার স্কুলে। এখানে বাংলার শিক্ষক অসীম বাবুর নজরে আসলেন নিজের লেখনীরগুণে। এরপর দমদম মতিঝিল কলেজ থেকে রসায়নে সাম্মানিক স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি কর্মজীবনের প্রথমে একটি দেশলাই কম্পানিতে কাজ করতেন। এই সময়ের কিছুটা পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭২ সাল নাগাদ পাকাপাকি ভাবে কর্ম জগতে প্রবেশ করেন। কর্মসূত্রে তিনি বিহারে প্রবাসী জীবন কাটান। সেখানে কিছুকাল চাকরি করে ফিরে আসেন বাড়িতে। পরে ডাব্লু. বিসি. এস পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ভূমি সংস্কার বিভাগে চাকরি পান। এই সূত্রে তাকে গ্রামে-গঞ্জে অনেক ঘুরতে হয়েছে যার প্রতিচ্ছবি সাহিত্যের পাতায় দেখা যায়। এই চাকরির স্থায়িত্বকালও বেশি দিন ছিল না। এরপর তিনি মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টিভ, হাওয়া দপ্তরে র‍্যাডার চালানো এবং সবশেষে আকাশবাণীর ম্যানেজার হিসাবে বাকি জীবনটা কাটান। এই খানেই তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে গভীর ভাবে হাতে খড়ি হয়।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 139 - 144
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তিনি একাধারে গল্পকার, অণুগল্পকার, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক। তাঁর লেখা 'অণুগল্প সংগ্রহ' বইটিতে ১০৮টি অণুগল্পের সংগ্রহ আছে। সেই লেখাগুলিতে উঠে এসেছে সমাজের নানান ছবি।

মধ্যবিত্ত মানুষের কথা নানা ভাবে তাঁর লেখা অণুগল্পে উঠে এসেছে। 'হরিণ! হরিণ!' অণুগল্পে দেখা যায় এক ছাদের তলায় থাকে অথচ কেও কাওকে চেনেনা। গল্পে দেখা যায় -

> "একটা ঘরে দুজন থাকি। আমরা দুজন রাগ করে দরজা দেরাজ জানলা কপাট সমান নিলাম ভাগ করে কোনো একজন বাইরে গেলে লাগাই তালা ঠিক করে একটা কপাট বন্ধ থাকে অন্য কপাট ফাঁক করে এই আমাদের সম্পর্ক।"[১]

মধ্যবিত্ত মানুষের আত্মসংকোচ ভাব তাকে জগতের থেকে আলাদা করে রাখে। 'ভিড়ের ভিতরে মানুষ' গল্পে দেখা যায় নিজেদের বাড়ির কাজের লোকের নাতি সংকটজনক অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেও এড়িয়ে যায়। নিজের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য মধ্যবিত্ত মানুষ সবরকম ভাবে আপোষ করে নিতে পারে। গল্পে দেখা যায় -

> "অফিসে যাবার সময় বড্ড তাড়াহুড়ো হয়। ছোটাছুটি করে ট্রেন ধরি। ট্রেনে শিয়ালদা, তারপর বাস ন'টা-বারোর ট্রেনটা আগের স্টেশনটা থেকে আসে বলে একটু ফাঁকা থাকে। পরের ট্রেনে ভীষণ ভিড়।"[২]

এই ভাবে মধ্যবিত্ত মানুষ নিজের সুবিধাটা আগে বুঝে নিয়ে জগৎ বিমুখ হয়ে যায়।

লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তীর লেখায় ইতিহাস চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ইতিহাস তাঁর লেখা গল্পে পাওয়া যায়। 'ইতিহাস' অণুগল্পে আছে-

> "কাঠের কলে অনেক কাঠ। ঝাড়খন্ড-আন্দামানের কাঠও আছে, মালয়েশিয়া-ভিয়েতনামের কাঠও আছে। কাঠকলের মালিক একদা বাম রাজনীতি করতেন, শাসক দলের অনেক নেতার সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে। অফিস ঘরে লেনিনের ছবি। মেয়ের বিয়ের ফার্নিচার বানাবেন। ভিয়েতনামের সেগুন খুব ভালো। কাঠ চেরাই হচ্ছে। হঠাৎ তীব্র শব্দ। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। বিদ্যুৎ চালিত করাত বেঁকে গেল। আসলে কাঠের গভীরে ছিল কয়েকটা বুলেট। গোপনে। যুদ্ধের।"[৩]

এই বুলেটে যুদ্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। তারই লেখা 'উন্নয়ন' অণুগল্পে কলনি জীবনের কথা আছে। উদবাস্তু সমস্যার প্রসঙ্গও এসেছে তাঁর গল্পে। বস্তিজীবনের নানা কথা তাঁর লেখা অণুগল্পে এসেছে। অণুগল্পটিতে বস্তিজীবনের স্বরূপের ছবি-

> "প্রফুল্লনগর উদ্‌বাস্তু কলোনীতে আমাদের প্লট নম্বর ৩৭২। দু-বছর হল আমরা দলিল পেয়ে গেছি। এখন ওই জবর দখলি প্লটটার মালিক আমরাই। ঠাকুরদাদা, বাবা, সবাই মারা গেছেন। আমরা তিন ভাই ঠিক করেছি জমিটা প্রোমোটারকে দেব। আমাদের প্লটে রাস্তার ধার ঘেঁসে একটা শহিদ-বেদি আছে। ১৯৫২ সালে জমির মালিকরা গুন্ডা পাঠিয়েছিল। আমার কাকার মাথায় লাঠি পড়েছিল। শহিদ-বেদিতে লেখা আছে উদবাস্তু আন্দোলনের কিশোর শহিদ...। পাথরের লেখা এখন ঝাপসা। প্রোমোটার হারান জ্যাঠার ছোটছেলে। বাঁ হাতে চন্ডীর সুতো। ডান হাতে সিগারেট। আজ থেকেই কাজ শুরু। ও কাকার শহিদ বেদিটার দিকে সিগারেট ধরা হাত উঁচিয়ে বলে - তা হলে ওটা ভেঙে ফেলি। উন্নয়নের স্বার্থে আমি বলি হ্যাঁ...।"[৪]

লেখকের লেখায় স্বাধীনতা সংগ্রামীর কথাও উঠে এসেছে। ইংরেজ সৈন্যের হাতে বুলেট খেয়েও স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ধরা পরার ভয়ে কষ্ট সহ্য করে নিতো। এই নিদারুণ বেদনা ও আত্মবলিদানের কথা 'বুলেট' অণুগল্পে ফুটে উঠেছে। অণুগল্পে-

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 139 - 144
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> “জ্যাঠামশাই স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। দুবার জেল খেটেছেন। শুনেছিলাম ওর শরীরের ভিতরে ব্রিটিশের গুলি ঢুকেছিল। ধরা পড়ে যাবার ভয়ে হাসপাতালে ভরতি হননি।”[৫]

তাঁর অণুগল্পে দেব-দেবতা প্রসঙ্গ এসেছে নানা সময়। দেবতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস তাঁর গল্পের অন্যতম দিক। ‘মা মনসা’ অণুগল্পে গুপীর কাছে সকলে আসে মানত করে কারণ সে মনসা পালা করে। গল্পে দেখা যায়-

> “গুপির কাছে কিছু গরিব-গুর্বো ওদের বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে আসত। একটু মাথায় হাত বুল্যে দাও। মা, যেন ভাল থাকে, যেন সাপে না কাটে।”[৬]

তাঁর ‘রামকৃষ্ণ’ অণুগল্পটিতে প্রচুর মনীষীর ছবি আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ অর্থ ছুঁতে পারতেন না, সেটা দেখানোর জন্য ঠাকুর সেজে দেখানো হয়েছে-

> “পরানের ঠাকুমা জহর কোটের পকেটটা দেখে নেয়। পকেটে পয়সা কড়ি নেই তো? রামকৃষ্ণের তোশকের তলায় টাকা ছিল বলে ওঁর গায়ে জ্বালাপোড়া হচ্ছিল। জহর কোটের পকেটে কোনো টাকা পয়সা নেই তো?”[৭]

আবার ধর্ম নিয়ে ব্যবসা সংক্রান্ত অণুগল্পের নমুনা ‘ডায়মন্ড কালী’। সেখানে দেখা যায়-

> “আমরা ঠাকুর সর্বানন্দের বংশধর। বিরাটিতে আমাদের দেড়বিঘা জমির উপর বাড়ি। পুকুর আছে, বাগান আছে। বাড়িতে মন্দির আছে, মন্দিরে মা কালী আছেন। পূজারি আছেন, মাসে মাসে মাইনে দিচ্ছি। আমাদের কাঈর নাম বিরিঞ্চি কালী। আমি দিল্লিতে স্টেল্ড। ছেলে বিদেশে, মেয়ে পুণে। বিরাটির প্রপার্টি বিক্রি করে দেব, ডায়মন্ড শেল্টার্স-এর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। ওরা রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স করবে, কমার্সিয়াল মল করবে। ওদের অফিসার বললেন- মন্দিরটা থাকাতে ভালোই হল। ফ্ল্যাটে ওনাররা একটা মন্দিরও পেয়ে গেল। আপনাদের কালী মায়ের অসম্মান করব না। এখন যে পুজো করছে, সেই করবে। গরদের ইউনিফর্ম করে দেব। নামাবলিতে কোম্পানির লোগো থাকবে। আমি জানি, শপিং মলে তারপর প্যাকেটে বন্দি প্যাঁড়া বিক্রি হবে। জবা ফুলও পাওয়া যাবে। পলিথিনে। পুজো দেবার টিকিট বেরুবে। বারকোড লাগানো। আর আমাদের কালীর নাম হয়ে যাবে ডায়মন্ড কালী।”[৮]

তাঁর লেখায় অনেক সময় বয়স্ক প্রেমের ছবি দেখা গেছে। তাঁর ‘সম্পর্কের এমব্রোডায়ারি’ গ্রন্থের ‘প্রথম অক্ষর’ অণুগল্পে পরকীয়া প্রেম দেখা গেছে। একদা প্রেমিক-প্রেমিকা ছিল। বৃদ্ধ বয়সে এসে আবার প্রেমসত্ত্বা জেগে উঠে পরিমল তালুকদার ও শিউলি হালদারেরে মধ্যে। অণুগল্পে দেখা যায়-

> “পরিমল শিউলির পাশে বসে আছে। দেখল শিউলির হাতের স্ফীত নীল শিরা। যেন কোনো গ্রাম্য পথ। ...শিউলির চোখের ভাষা পড়তে পারল পরিমল। ...আপনার কথা খুব জানতে ইচ্ছে করে। ...কী জানতে ইচ্ছে করে পরিমল গুছিয়ে বলতে পারেনা। শিউলি ওর ব্যাগের ভিতর থেকে একটা কলম বের করেন। আর একটা ছোট্ট লেখার প্যাড। শিউলির হাত কাঁপে। কাগজের উপর কোনো রকমে লেখেন একটি অক্ষর। আদি অক্ষর ‘অ’, তারপর কলমটা থেমে যায়।...”[৯]

তাঁর ‘সবুজ সোয়েটার’ অণুগল্পেও বৃদ্ধ বয়সের প্রেম দেখা যায়। ডাক্তারখানায় চলতে থাকে প্রেমালাপ। এমনকি দুজনের একই তারিখ না পড়লেও প্রেমের টানে এসে উপস্থিত হয়। নিজেদের দেওয়া পোশাক পর্যন্ত পরিধান করে আসে। গল্পে দেখা যায়-

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 19
Website: https://tirj.org.in, Page No. 139 - 144
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "সকালে ভাল করে দাড়ি কামালাম। মুখে নাতির আফটার সেভটা চুরি করে লাগালাম। পাজামার উপর সেই পাঞ্জাবিটা পরলাম। সেই পাঞ্জাবি। মাফলার। দশটার আগেই আমি হাজির। তখনো ভিড় হয়না রুগিদের।"[১০]

তাঁর লেখায় পরকীয়া প্রেম, যৌনতা ফুটে উঠেছে। তাঁর 'হলুদ শাড়ি', 'মা ও মেয়ে', 'মা', 'জাগরণে যায়', 'গদ্যপদ্য প্রবন্ধ', 'মা-মেয়ের সুখের সংসার', 'অনুপ্রবেশ', 'কথা' অণুগল্প উল্লেখ যোগ্য। 'হলুদ শাড়ি' অণুগল্পে অরুণার স্বামী বিয়োগের পর অফিসের সহকর্মী তাঁর প্রতি প্রেম নিবেদন করে। তাঁর পরিধান করা হলুদ শাড়িটি প্রেমিকের ভাল লাগে। দেখা যায়-

> "অরুণা একটা ফোন পেল। ফোনের ওপার থেকে একটা অচেনা পুরুষ কণ্ঠ। গত সোমবার একটা হলুদ রঙের শাড়ি পরে আসেন। এত অযত্নে রাখেন কেন নিজেকে? যা হবার তো হয়েই গেছে। জীবন তো একটাই। নিজেকে আনন্দে রাখুন। ...অরুণার কি হলুদ শাড়ি পরে আসাটা উচিৎ হবে? যে ফোন করেছিল সে আশকার পেয়ে যাবে না?..."[১১]

'মা' গল্পে দেখা যায় যূথিকা নামের একটা মেয়ে গর্ভ ভাড়ার ব্যবসা করে। আধুনিক সারোগেট মাদার ভাবনা তাঁর লেখায় দেখা গেছে। অণুগল্পে দেখা যায়-

> "যূথিকা পেট ভাড়া দিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরল- নৈহাটি। এতদিন কলকাতার বালিগঞ্জে ছিল। আসলে ও ছিল সারোগেট মাদার। ...ভদ্রলোকের বীজ, ওর বৌয়ের ডিম্বাণু মিশিয়ে, কীসব করে যূথিকার পেটে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল। ...যূথিকাকে অনেক টাকা দিয়েছে। শাড়িও।"[১২]

তাঁর লেখা 'গদ্যপদ্য প্রবন্ধ' অণুগল্পে পরকীয়া ফুটে উঠেছে। গল্পের নায়কের স্ত্রী মিমির সামনে সুদেষ্ণাকে নিয়ে ধরা পড়ে যায় বাড়িতে। অণুগল্পে দেখা যায়-

> "গতকালই কেসটা হয়েছে। আমি ধরা পড়ে গিয়েছিলাম মিমির কাছে। মিমি বাপের বাড়ি গিয়েছিল। আমি সুদেষ্ণাকে আসতে বলেছিলাম। মিমির আসার কথা ছিল রাত্রে। কিন্তু বিকেলেই চলে আসে। ঘরে তখন সুদেষ্ণা।"[১৩]

'মা ও মেয়ে' অণুগল্পে দেখা যায় প্রথম বয়সে বৈধব্য ঘটেছে। তারপর মেয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা শুরু করে। অণুগল্পে-

> "মা বলল- ওসব থাক। শত হলেও তোর জোয়ান বয়েস। মা হয়েই বলছি, একজন পুরুষ মানুষ... মেয়ে বলল- অভাব নেই মা...। মা কথা থামালেন। মেয়েকে বাঁকা চোখে দেখতে থাকলেন। আগেকার দিনের সিনেমার ছায়াদেবীর মতও।"[১৪]

তাঁর লেখাতে সমাজে নিম্নবিত্তের পরিবারে মেয়েদের সুরক্ষা থাকেনা, একেবারে বেয়াব্রু হয়ে যায়। সেই ছবিও তিনি তাঁর 'মা-মেয়ে সুখের সংসার' লেখায় দেখিয়েছেন-

> "মা আর মেয়ে থাকে দেশে, ছেলে থাকে ভিন দেশে। মেয়ের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু জামাই ফেলে রেখে গেছে। জামাই নেয় না। সম্পর্ক রাখে না। মেয়ে বলেছে তাতে কী মা, তোমার কাছেই থাকব। তোমার মাথার উকুন বেছে দেব, চুল বেঁধে দেব, গা মুছিয়ে দেব, তোমার আমার ভাত ফুটিয়ে নেব। মা-মেয়ের সংসার...। সেই থেকে মেয়ে মায়ের কাছেই থাকে। ভিন দেশ থেকে মাঝে মাঝে ছেলে হুন্ডিতের টাকা পাঠায় অন্য একজনের কাছে। সে টাকা নিয়ে এবাড়িতে দিতে এলে মেয়ের কাপড় খুলতে হয়। কিছুদিন পর একজন এসে বলে ও বুড়িমা, সরকার এখন বুড়োভাতা দিচ্ছে। নেবে? বুড়ি বলে পেলে কেন নেব না। বুড়ি বার্ধক্যভাতা

> পায়। তাঁর আগে মেয়ের কাপড় খুলতে হয়। ...এই টাকার জন্য কাগজে সই করাতে আসে কেউ। মেয়ের তখন কাপড় খুলতে হয়। এরকম বারবার কাপড় খুলতে ভালো লাগে না মেয়ের। মনে হচ্ছিল কাপড়টাই যত বিপত্তি। তাই, কাপড় খুলেই রাখত মেয়ে। ...বাড়িতে মাংস ভরা ন্যাংটো মেয়ে। ...মেয়ে এবার গায়ের চামড়াটাও খুলে ফেলল। ক্রমশ কঙ্কাল হয়ে গেল। এখন বুড়ি মা আর কংকাল মেয়ের সুখের সংসার। এখন বাড়িতে লোকজন আসে। কোনো অসুবিধা নেই। ...সোমত্ত মেয়ের এখন আর কোনো ভয় নেই। আর ভয়ে ভয়ে না থাকাটাকেই তো সুখ বলে। আর মেয়ে সুখে থাকলেই তো মায়ের সুখ। মা-মেয়ে সুখেই আছে।”[১৫]

তাঁর লেখায় রাজনীতি এসেছে। বিশেষ করে তাঁর লেখা, ‘ইউনিয়ন রুম’, ‘বোমা’, ‘কুড়ুনি’, ‘ও’, ‘হাওয়া’, ‘শকুন’ ও ‘চলোপাল্টাই’, ‘জঙ্গলমহলের বাপগুলান’, ‘ভূত’, ‘শান্তি প্রক্রিয়া’, ‘উল্কি’, ‘লক্ষ্মী, ‘ঘর’ ইত্যাদি অণুগল্পে। মূলত বামরাজনীতি সেই সঙ্গে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম ও জঙ্গল মহলের কথা লেখা আছে তাঁর অণুগল্পগুলিতে। ‘ইউনিয়ন রুম’ অণুগল্পে লালঝান্ডা আর লেনিন দেখে বুলডোজার থেমে যায়। বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানাতে নতুন আবাসন হবে কিন্তু বামফ্রন্টের দাপট থাকায় পুরনো ইউনিয়ন রুম ভাঙতে ভয় পায় বুলডোজারও। বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা জ্যোতিবসুর সাধারণ জীবন যাপনের ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর লেখা ‘ঘর’ অণুগল্পে। অণুগল্পে –

> “আমাদের মুখ্যমন্ত্রী স্যার দারুণ লোক। খুব ভাল লোক। প্রথম যেদিন সি এম ডিউটি পড়ল, অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বিশ্বাস হয় না। এটা সিএম স্যারের বাড়ি? আমি রাজভবন দেখেছি, জ্যোতিবাবু স্যারের বাড়িও দেখেছি, আমাদের গাঁইয়ের হরেন দলপতির বাড়িও দেখেছি। হরেনবাবু কী বা এমন নেতা, তবু ওর কত বড়ো বাড়ি, আর মাদের মুখ্যমন্ত্রী কী অর্ডিনারি থাকেন। ওদের পুরো ফ্যামিলি অর্ডিনারি। জানালায় দুটো কাক আসে, ওঁর মেয়ে কাককে মুড়ি দেয়। সি এম মাঝে মাঝে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গাছ দেখেন। ওনার মোটে অহংকার নেই।”[১৬]

সিঙ্গুরের চাষযোগ্য জমিতে আর চাষবাস হবে না সেই প্রেক্ষাপটে লেখা ‘লক্ষ্মী’ অণুগল্পটি। অণুগল্পে দেখা যায় -

> “নন্দী বাড়িতে পৌষলক্ষ্মীর পুজো হয় পৌষ পূর্ণিমায়। বহুদিন ধরেই এটা হয়ে আসছে। বাড়ির সবাই আসে সিঙ্গুরের সেই সানাপাড়া গাঁয়ে। বড়ো কর্তা এখানেই থাকে। কেউ কলকাতায় চাকরি করে, কলকাতায় বাড়িও আছে, কেউ থাকে চুঁচুড়ো, কেউ বা বর্ধমান, কিন্তু পৌষলক্ষ্মী পুজোয় সবাই আসে। বহুদিনের নিয়ম। খেতের ধানের নতুন চালের খিচুরি। ভাজাভুজি আর নলেন গুড়ের পায়েস। ...সবাই লাইন দিয়ে খেতে বসে। খাওয়ার আগে বলে ‘মা লক্ষ্মী, মা লক্ষ্মী, আদেশ কর নোয়া খাব।’ এরকম তিনবার বলে নিতে হয়। আর খাওয়া শেষে বলতে হয়- ‘বেশ খেলাম মা লক্ষ্মী, তোমার কৃপায় যেন সামনের বছর আবার খাই।’ এ-বছর পৌষলক্ষ্মীর পুজোয় লক্ষ্মীমায়ের আদেশ নিয়ে খাওয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু খাওয়া শেষ করে কিছুই বলা হল আর। বড়ো কর্তা হাউ হাউ করে কাঁদছেন। এ জমিতে সামনের বছর চাষ হবে না। কারখানা হবে।”[১৭]

‘চাষি’ অণুগল্পেও কেদার বাড়ুজ্জে কারখানার জন্য জমি দেবে সেই প্রসঙ্গ আছে। ‘উল্কি’ অণুগল্পে রাজনীতি করতে গিয়ে কাঁধে গুলি খেতে হয়। কারখানা হবার জন্য জমিরাজনীতি দেখা যায় ‘কুড়ুনি’ অণুগল্পে। কারখানা তৈরি হলে ভবিষ্যতের ছবি বদলে যাবে সেই ছবি উঠে এসেছে।

> “বেড়াবেড়ি গাঁইয়ের পুবপাড়ায় অনিল ঘোড়াই-এর চায়ের দোকানে কমরেড জগন্নাথ নন্দী বললেন, কারখানাটা হয়ে যাক, এই দোকানের ভোল পালটে যাবে। কলকাতার কারিগর এনে

চভপ-কাটলেট বেচতে হবে। আর ওই পঞ্চু প্রামাণিককে ঘর-ঘর গিয়ে কামাতে হবে না। সেলুন করে বসে যাবে, লোকে এসে চুল কেটে যাবে।"[১৮]

Reference:

১. চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, চতুর্থ মুদ্রণঃ জুন ২০১৯, অণুগল্প সংগ্রহ, ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, অভিযান পাবলিশার্স, পৃ. ১১

২. তদেব, পৃ. ৪১

৩. তদেব, পৃ. ৩৭

৪. তদেব, পৃ. ৩৮

৫. তদেব, পৃ. ৫১

৬. তদেব, পৃ. ৬৪

৭. তদেব, পৃ. ৬৭

৮. তদেব, পৃ. ৬৮

৯. তদেব, পৃ. ১০২

১০. তদেব, পৃ. ১০৪

১১. তদেব, পৃ. ১১৯

১২. তদেব, পৃ. ১০৯

১৩. তদেব, পৃ. ১২১

১৪. তদেব, পৃ. ১২৩

১৫. তদেব, পৃ. ১৩

১৬. তদেব, পৃ. ১৪২

১৭. তদেব, পৃ. ১৪৪

১৮. তদেব, পৃ. ১৫১

Bibliography:

চক্রবর্তী, স্বপ্নময়, চতুর্থ মুদ্রণঃ জুন ২০১৯, অণুগল্প সংগ্রহ, ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, অভিযান পাবলিশার্স

ঘোষ, চন্দন, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৯, অণু-সন্ধান অণুগল্প ও অণুগল্প বিষয়ক প্রবন্ধ, ১০/২এ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯, অভিযান পাবলিশার্স